দৈনিক ইত্তেফাক
THE DAILY ITTEFAQ
প্রতিষ্ঠাতা ঃ তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া

আগস্ট ০১, ২০০৭, বুধবার : শ্রাবণ ১৭, ১৪১৪

আপডেট বাংলাদেশ সময় রাত ১২:০০

- প্রথম পাতা
- শেষ পাতা
- সম্পাদকীয়
- চিঠিপত্র
- দৃষ্টিকোণ
- অন্যান্য
- রাজধানীর আশেপাশে
- আইটি কর্ণার
- বিশ্ব সংবাদ
- খেলার খবর
- শেয়ার বাজার
- রাশিফল

- ঢাকা
- চট্টগ্রাম
- রাজশাহী
- খুলনা
- সিলেট
- বরিশাল

তদন্ত : কোন মামলায় কত টাকা খরচ হয় পুলিশের

কোন মামলায় কত টাকা খরচ হয় পুলিশের

মামলা টাকা

খুন ১৩,০০০

অর্থনীতি
বন্দর নগরী
তরুণকণ্ঠ
সাহিত্য সাময়িকী
কচি-কাঁচার আসর
ধর্মচিন্তা
তথ্যপ্রযুক্তি
কড়চা
আনন্দ বিনোদন
স্বাস্থ্য পরিচর্যা
ক্যাম্পাস
মহিলা অঙ্গন
এই নগরী
ক্রীড়াঙ্গণ

ডাকাতি ১০,০০০

দস্যুতা ৮,০০০

নারী ও শিশু নির্যাতন ৬,০০০

অপহরণ ৬,০০০

আইনশৃঙ্খলা সম্পর্কিত

বিবিধ অপরাধ ৪,০০০

অন্যান্য অপরাধ ১,৫০০

।। আবুল খায়ের ।।

মামলার তদন্ত নিয়ে পুলিশের বিরুদ্ধে বাদি-বিবাদি উভয় পক্ষ থেকে উৎকোচ গ্রহণের অহরহ অভিযোগ পাওয়া যায়। এর ফলে মামলার চার্জশীট প্রকৃত ঘটনার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ না হয়ে উৎকোচের পরিমাণের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। বাদি-বিবাদির মধ্যে যে পক্ষ ঘুষের টাকার পরিমাণ বেশী দিবে, সাধারণত চার্জশীটও তার পক্ষে যাবে। অর্থাৎ ঘুষের টাকার উপর চার্জশীটের গুণগত মান নির্ভরশীল। সিএমএম আদালতের একজন ম্যাজিস্ট্রেট এর সত্যতা স্বীকার করে বলেছেন, আদালতে দাখিলকৃত চার্জশীটের মধ্যে ৭৫ ভাগই ক্রটিপূর্ণ ও গরমিল থাকে। যার ফলে ন্যায় বিচার থেকে লোকজন বঞ্চিত হচ্ছে এবং বিচার কার্য ব্যাহত হচ্ছে। পুলিশ হেড কোয়ার্টার্সে শীর্ষ কর্মকর্তাগণ জানান, থানায় রুজুকৃত মামলার তদন্তকারি কর্মকর্তাদের তদন্ত কার্যে সহায়তা প্রদানের জন্য সরকারি অর্থ বরাদ্দ কিঞ্চিৎ। তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে তদন্তকারি কর্মকর্তাদের দক্ষতা, তার চেয়ে প্রকট হলো আর্থিক টানাপোড়েন। একটি মামলা তদন্ত করতে গিয়ে কর্মকর্তারা যে শ্রম দেন ও যতটুকু মেধার সন্নিবেশ ঘটান, একই সময় প্রয়োজনীয় অর্থ ব্যয় করতে না পারলে তার শ্রম ও মেধা উভয়ই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ঘটতে থাকে বাদি-বিবাদি উভয়ের থেকে উৎকোচ গ্রহণের বাণিজ্য। ন্যায় বিচারের স্বার্থে তদন্ত নিয়ে দুর্নীতি, অনিয়ম ও ঘুষ গ্রহণ বন্ধ করতে হলে মামলার তদন্তকালে প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা প্রদান করতে হবে বলে কর্মকর্তারা অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

ইতিমধ্যে পুলিশ হেড কোয়ার্টার্স থেকে থানায় রুজুকৃত মামলা তদন্তকালে তদন্তকারি কর্মকর্তাকে কোন্ খাতে কত টাকা ব্যয় করতে হয়, তার একটি মডেল তালিকার মামলার খাতওয়ারী ব্যয় উল্লেখ করে আর্থিক বরাদ্দ চেয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব

প্রেরণ করা হয়েছে। এই প্রস্তাবে দেশব্যাপী ৫ শতাধিক থানায় মামলা তদন্তের প্রয়োজনে বাৎসরিক সম্ভাব্য ব্যয় বাবদ ৩১ কোটি চুরাশি লাখ দশ হাজার টাকা পুলিশ বাজেটে প্রদানের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানানো হয়। মামলার তদন্ত নিয়ে চরম গাফিলতি ও ঘুষ গ্রহণের অভিযোগ পাওয়া যায়। দ্রুত বিচার আইনে দায়েরকৃত মামলা তদন্ত না করে চার্জশীট দেয়ার প্রমাণ পুলিশ হেড কোয়ার্টার্সের কর্মকর্তা পেয়েছেন। তিন বছরেও মামলার চার্জশীট দেয়া হয়নি এমন অভিযোগ পাওয়া গেছে। পুলিশের আইজি নূর মোহাম্মদ বলেছেন, মামলার তদন্তে অবহেলা ও গাফিলতি এবং ঘুষ গ্রহণের প্রমাণ পেলে তদন্তকারি কর্মকর্তা ও তার তদারকি কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে। মামলার সৃষ্ঠ তদন্ত যথাযথভাবে করার জন্য আইজিপি তদন্তকারি কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছেন।

মামলার তদন্তে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয়

অপরাধীদের গ্রেফতারে সোর্স নিয়োগ করতে হয়, যানবাহন ভাড়া, আলামত জব্দ ও ময়না তদন্তের জন্য মর্গে লাশ প্রেরণ বাবদ ও পরবর্তীতে ভিসেরা পরীক্ষার জন্য নমুনা প্রেরণসহ বিভিন্নভাবে টাকা ব্যয় হয়। একটি মামলার তদন্তে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন ব্যয় পর্যালোচনা করে পুলিশ হেড কোয়ার্টার্সের কর্মকর্তারা মামলা প্রতি গড় তদন্ত ব্যয় খাতওয়ারী প্রস্তাবে উল্লেখ করেছেন।

ডাকাতি মামলায় গড়ে ১০ হাজার টাকা, হত্যা মামলায় গড়ে ১৩ হাজার টাকা, দস্যুতা মামলায় ৮ হাজার টাকা, নারী ও শিশু নির্যাতন মামলায় ৬ হাজার টাকা, অপহরণ মামলায় ৬ হাজার টাকা, আইন-শৃঙ্খলা সম্পর্কিত বিবিধ অপরাধ মামলায় ৪ হাজার টাকা ও অন্যান্য অপরাধ মামলায় তদন্ত ব্যয় ১৫০০ টাকা ধরা হয়। অজ্ঞান পার্টির নেতা সৌরভ পল্টন থানায় গত ১২ জুলাই ব্যবসায়ী বজলু মোল্লার বিরুদ্ধে দ্রুত বিচার আইনে মামলা দায়ের করে। মামলা নং ৩৪ ও তাং (১২/৭/০৭)। এই অপর মামলায় কয়েকজন ব্যবসায়ীকে আসামি করা হয়। কিন্তু সৌরভ উক্ত ব্যবসায়ীকে বিভিন্ন ধরনের প্রলোভন দেখিয়ে ধানমণ্ডি এলাকায় নিয়ে যায়। আমের সঙ্গে নেশা জাতীয় দ্রব্য খাইয়ে সৌরভের নেতৃত্বে অজ্ঞান পার্টির সদস্যরা ব্যবসায়ী বজলু মোল্লাসহ কয়েকজনের নিকট থেকে সাড়ে ৮ লাখ টাকা নিয়ে যায়। অথচ সেই ঘটনা উল্টা সাজিয়ে অজ্ঞান পার্টির সৌরভ পল্টন থানায় দ্রুত বিচার আইনে মামলা দায়ের করে। মামলায় কোন ধরনের তদন্ত ছাড়াই পল্টন থানার তদন্তকারি কর্মকর্তা ইউনুছ সাতদিনের মাথায় চার্জশীট দাখিল করেন। পরবর্তীতে বজলু মোল্লা পুলিশের আইজিপি নূর মোহাম্মদের সঙ্গে দেখা করে প্রকৃত ঘটনাটি জানান। তাৎক্ষণিক আইজিপি খোঁজ-খবর নিয়ে নিশ্চিত হন যে, সৌরভের মামলা মিথ্যা ও সাজানো। অপরদিকে ব্যবসায়ী বজলু মোল্লা ধানমণ্ডি থানার সৌরভ ও তার সহযোগীদের বিরুদ্ধে প্রকৃত ঘটনা উল্লেখ করে মামলা দায়ের করেন। সৌরভকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। সে এখন জেল হাজতে। টঙ্গী গুটিয়া গ্রামে ২০০৪ সালে ১৮ই নভেম্বর রাতে সন্ত্রাসী সাদত ওরফে সাদুর নেতৃত্বে ৩০/৪০ জনের একটি সশস্ত্র দল আবদুল হাই সরকারের বাড়ি ঘেরাও করে বৃষ্টির মত গুলিবর্ষণ করে। ঘরে প্রবেশ করে নজিবউল্লাহ, শামসুল হক, দেলোয়ার হোসেন ও কাওছারকে হত্যা করে। বেশ কয়েকজন নারী-পুরুষ আহত হয়। পরে র‌্যাব সদস্যরা এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এই মামলার চার্জশীট গতকাল মঙ্গলবার পর্যন্ত প্রায় তিন বছর অতিবাহিত হলেও আদালতে দাখিল করা হয়নি। তিনজন তদন্তকারি কর্মকর্তা পরিবর্তন করা

হয়েছে। তদন্তের নামে পুলিশ শুধু বাদি-বিবাদির নিকট বাণিজ্য করে যাচ্ছে। উল্টা খুনিরা বাদি ও তার পরিবারকে হত্যা করার হুমকি দিয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়।

আগের সংবাদ | পরের সংবাদ | প্রিন্ট | ই-মেইল | হেল্প | টিপস্

বাংলা দেখা না গেলে বা ফন্ট সম্পর্কিত সমস্যার জন্য এখানে ক্লিক করুন

The Daily Ittefaq - Established: 24th December, 1953.
Privacy Policy | Feedback | Contact Us
সম্পাদক ঃ আনোয়ার হোসেন। ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ঃ রাহাত খান। ইত্তেফাক গ্রুপ
অব পাবলিকেশন্স লিমিটেড-এর পক্ষে আনোয়ার হোসেন কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, ১নং রামকৃষ্ণ মিশন রোড,
ঢাকা-১২০৩ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ফোন ঃ পিএবিএক্স-৭১২২৬৬০। ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৭১২২৬৫১-৫৩।